"গতভীঃ" প্রভৃতি যে সকল গুণ উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য ঐ সকল গুণ থাকিলে একমাত্র শ্রীনামেই তৎপরতা সম্পাদন করে। কিন্তু শ্রীনাম-কীর্ত্তনের অঙ্গ বা হেতুস্বরূপ নহে। অর্থাৎ ঐ সকল গুণ থাকিলেই যে শ্রীনামকীর্ত্তনের অধিকারী হইবে—তাহা নহে। যেহেতু ভক্তিমাত্রই নিরপেক্ষ অর্থাৎ অন্য অপেক্ষা শূন্য। অতএব নিখিলসাধনমুকুটমণি শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন যে অন্য অপেক্ষা শূন্য—একথা বলাই বাহুল্য। শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে "সর্ব্বপাতক, অতিপাতক, মহাপাতককারী দ্বিতীয় ক্ষত্রবন্ধুর উপাখ্যানে যাহা উল্লেখ করা আছে, তাহাতেও দেখা যায়—ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন—"হে রাজন্! আমি তোমার নিকটে যে সকল সাধনের উল্লেখ করিলাম, তাহা যদি করিতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে আমি অন্য অল্প সাধনের কথা উল্লেখ করিতেছি, যদি তুমি তাহা অনুষ্ঠান কর।" তদুত্তরে ক্ষত্রবন্ধু বলিয়াছিলেন—"আপনি যে সাধনের কথা উল্লেখ করিলেন, চিত্তের চাঞ্চল্যবশতঃ সেই সাধন আমার পক্ষে অশক্য বলিয়া মনে হয়। যদি বাক্য এবং শরীরের দ্বারা নিষ্পাদ্য—এমন কোন সাধন থাকে, তবে তাহা আমি অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ। তাহাই আমার নিকটে বর্ণন করুন।" ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন—

উত্তিষ্ঠতা প্রস্বপতা প্রস্থিতেন গমিষ্যতা।
গোবিন্দেতি সদা বাচ্যং ক্ষুৎতৃট্-প্রস্খলিতাদিষু॥ ইতি॥

"হে রাজন্! উঠিতে, ঘুমাইতে, চলিতে, কোনস্থানে যাইতে হইলে এবং ক্ষুধায়, পিপাসায় বা পতন সময়ে সর্ব্বদা "গোবিন্দ-গোবিন্দ"—এই প্রকার কীর্ত্তন করিবে।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীনামকীর্ত্তন কোন দেশ, কাল, পাত্র অথবা অবস্থা বিশেষের অপেক্ষা করে না॥ ২৬৩॥

অন্যত্র চ—ন নিষ্কৃতৈরুদিতৈর্ব্রহ্মবাদিভিস্তথা বিশুদ্ধত্যঘবান্ ব্রতাদিভিঃ। যথা হরের্নামপদৈরুদাহৃতৈঃ তদুত্তমঃশ্লোক গুণোপলম্ভকম্॥ ২৬৪॥

ন চ পাপবিশোধনমাত্রেণাপক্ষীয়তে তন্নামপদোদাহরণং কিন্তু গুণানামপ্যুপলম্ভক-মহ্নভবহেতুর্ভবতি॥ ৬।২॥ শ্রীবিষ্ণুদূতা যমদূতান্॥ ২৬৪॥

শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্রও অর্থাৎ ৬।২।১১ শ্লোকে শ্রীবিষ্ণুদূতগণ যমদূত-গণকে বলিয়াছিলেন—

ন নিষ্কৃতৈরুদিতৈর্ব্রহ্মবাদিভি স্তথা বিশুদ্ধত্যঘবান্ ব্রতাদিভিঃ।
যথা হরের্নামপদৈরুদাহৃতৈ স্তদুত্তমঃশ্লোকগুণোপলম্ভকম্॥

ব্রহ্মবিদ্‌গণ যে সকল প্রায়শ্চিত্তের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সকল প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপীয়ানজন সেই প্রকারের বিশুদ্ধতা লাভ করিতে পারে না—শ্রীহরির নামপদ উল্লেখের দ্বারা যেমন বিশুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে।